ইকফাই-এ কর্মশালা সমাপ্ত

রোবট বানিয়ে চওড়া
হাসি পড়ুয়াদের মুখে

কামালঘাট, ২৭ মার্চ ঃ
হাতে কলমে শিক্ষার, বিশেষত পুঁথিগত শিক্ষার ব্যবহার ঘটিয়ে অভিনব কিছু উদ্ভাবন করার মজাই আলাদা। আইআইটি-বম্বে, এডগেট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড এবং আইআইটি-ভুবনেশ্বরের সাথে সাক্ষরিত সমঝোতাপত্রের সুফল পেতে শুরু করেছে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। অটোবোটিক্স এবং ব্রেডবোটিক্স নামীয় দুটো রোবট বানানোর পর পড়ুয়াদের চেহারায় তৃপ্তির যে চওড়া হাসি দেখা গেছে, তাতে একটা জিনিষ বোধগম্য হয়েছে যে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক মাধ্যমেই একজন পড়ুয়ার পাঠ্যক্রমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়।

এই বিষয়টিতেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা। নতুন নতুন কোর্স চালু করেই বসে নেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কারিগরিশিক্ষায় ব্যবহারিক বিষয়গুলোই যে সম্পূর্ণ শিক্ষার মূল চাবিকাঠি তা অনুধাবন করে কামালঘাট ক্যাম্পাসে অত্যাধুনিক বেশকিছু পরীক্ষাগার চালু করা হয়েছে। এজন্যে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রখ্যাত কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতাপত্র সাক্ষর করেছে। এর ফলশ্রুতিতে ক্যাম্পাস অভ্যন্তরে ভারচ্যুয়াল ল্যাব, ডিজিটাল ল্যাব ও রোবটিক্স ল্যাব চালু হয়েছে।

আইআইটি-ভুবনেশ্বর সকরোবটিক্স শাখা এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার যৌথ ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার তিনদিনের এক কর্মশালা বৃহস্পতিবার শুরু হয়ে শনিবারে শেষ হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন সকরোবটিক্সের মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক শাক্যসিংহ মহাপাত্র এবং রোবটিক্স বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় দিশালে। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স এবং মেকানিক্যাল ইন্জিনীয়ারিং বিভাগের প্রায় ৫০জন পড়ুয়া অংশ নেয়।

তিনদিনব্যাপী কর্মশালায় রোবটের প্রয়োজনীয়তা, এর কার্যপ্রণালী, রোবট বানানোর পদ্ধতি পুঁথিগত ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে দেখানো হয়। কর্মশালার শেষদিনে অংশগ্রহনকারী পড়ুয়ারা নিজহাতে অটোবোটিক্স এবং ব্রেডবোটিক্স বানায়। সকরোবটিক্সের মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক শাক্যসিংহ মহাপাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মনসংযোগ ও শিক্ষার আগ্রহ দেখে ভুয়সী প্রশংসা করেন। তিনি জানান, খুব সহসাই জলের নীচে কার্যকরী রোবট সম্পর্কে আরেকটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রেস বিবৃতি